কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 2 ...

মাতৃভাষায় বই পেল চাকমা ও মারমা শিশুরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বান্দরবান ▷

বান্দরবানে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে চাকমা ও মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষায় রচিত বই বিতরণ করা হয়েছে। এতে তাদের মধ্যে অবর্ণনীয় আনন্দ ছড়িয়ে পড়লেও ত্রিপুরা শিক্ষার্থীদের মন ভালো নেই, কারণ ত্রিপুরা ভাষার একটি বইও আসেনি। তবে শিগগিরই ত্রিপুরা ভাষার বই বিতরণ করা হবে বলে জানা গেছে।

সারা দেশে ১ জানুয়ারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে পাঠ্য বই হাতে পেলেও সেদিন মাতৃভাষার বই হাতে পায়নি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা।

গতকাল রবিবার সকালে বান্দরবান শহরের বঙ্গবন্ধু উন্মুক্ত মঞ্চে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের হাতে মাতৃভাষায় রচিত বই তুলে দেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উ শৈ সিং এমপি। অনুষ্ঠানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, জেলা প্রশাসক দিলীপ কুমার বণিক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনির্বাণ চাকমা ও বান্দরবান প্রেস ক্লাব সভাপতি আমিনুল ইসলাম বাচ্চু বক্তব্য দেন।

বক্তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে মাতৃভাষায় রচিত বই দেওয়ায় ১৫ জানুয়ারি একটি 'মহান ও গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক' স্থাপিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

বান্দরবানে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

ত্রিপুরা ভাষার কোনো বই আসেনি

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরা ভাষাভাষী শিশুদের মধ্যে বিতরণের জন্য তারা ৮৬৫টি বইয়ের চাহিদা পাঠায়। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি বইও আসেনি। একইভাবে চাকমা ভাষায় ২০৮টি বইয়ের চাহিদা দেওয়া হয়, এসেছে মাত্র পাঁচটি বই। অন্যদিকে মারমা ভাষায় চার হাজার ২৩৫টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে মাত্র ৭৫৯টি পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনন্দ কিশোর সাহা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরবরাহব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি না থাকলেও বান্দরবান জেলার জন্য বরাদ্দ করা কিছু বই ভুলবশত রাঙামাটি চলে যাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বান্দরবানের সাতটি উপজেলার সবকটিতে চাকমা জনগোষ্ঠী বসবাস করলেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের বইয়ের চাহিদাপত্র অনুযায়ী সদর উপজেলার জন্য ১৩০টি, আলীকদম উপজেলার জন্য ৫৩টি, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার জন্য ২১টি এবং লামা উপজেলার জন্য চারটি বইয়ের চাহিদা পাঠানো হয়। একই অবস্থা ত্রিপুরাদের ক্ষেত্রেও। চাহিদাপত্রে রোয়াংছড়ি ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার জন্য ত্রিপুরা ভাষার কোনো বই চাওয়া হয়নি। বান্দরবানে গারো জনগোষ্ঠীর একজনও বসবাস করে না। অথচ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের চাহিদাপত্রে গারো ভাষায় ৭৩টি বই চাওয়া হয়েছে।

এবার সরকারিভাবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সান্ত্রি (সাঁওতাল) ভাষায় বই প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে। বান্দরবানের চাহিদাপত্রে 'সান্ত্রি' নাম উল্লেখ না করে 'অন্যান্য' কলামে সাতটি উপজেলায় মোট পাঁচ হাজার ৯২৯টি বইয়ের চাহিদা জানানো হয়। কিন্তু গারো ও সাঁওতাল না থাকা সত্ত্বেও কেন এসব বইয়ের চাহিদা দেওয়া হলো জানতে চাইলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনন্দ কিশোর সাহা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।